BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (1st VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

বুখারী শরীফ

প্রথম খণ্ড

PART : OHIR SUCHANA, IMAN

كِتَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ

ওহীর সূচনা অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

١. بَابٌ : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ .

১. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ

"আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ (আ) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।" (৪ ঃ ১৬৩)

١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِاِمْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .

১ হুমায়দী (র)..... 'আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (র) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ইরশাদ করতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে—সেই উদ্দেশ্যই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।

٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْيَانًا يَاْتِيْنِيْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَ هُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّيْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَ اَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِيْ فَاَعِيْ مَا يَقُوْلُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، وَ لَقَدْ رَاَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَ اِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا .

banglainternet.com

২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হারিস ইব্ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কোন কোন সময় তা ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফিরিশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নিই, আবার কখনো ফিরিশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে ওহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।

٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرٰى رُؤْيَا اِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلاَءُ وَ كَانَ يَخْلُوْا بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَ يَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَ هُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ قَالَ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اِقْرَأْ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلاَّ وَاللّٰهِ مَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَ تَقْرِى الضَّيْفَ وَ تُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى بْنَ عَمِّ خَدِيْجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ اَخِيْ مَاذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَاٰى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ نَزَّلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى يَا لَيْتَنِيْ فِيْهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِيْ اَكُوْنُ حَيًّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَاْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلاَّ عُوْدِيَ وَاِنْ يُّدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ

banglainternet.com

اَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّيَ وَ فَتَرَ الْوَحْيُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ بَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ اِلٰى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ وَاَبُوْصَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ .

৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া—এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ "আমি বললাম, 'আমি পড়ি না।' তিনি বলেন ঃ তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম ঃ আমি তো পড়ি না।' তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, 'আমি তো পড়ি না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব্ মহামহিমান্বিত।" (৯৬ ঃ ১-৩)

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনত্ খুওয়ায়লিদের কাছে এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও', 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা)-র কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, কখ্খনো না। আল্লাহ্ আপনাকে কখখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল ইব্ন 'আবদুল আসাদ ইব্ন 'আবদুল 'উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে 'ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহ্র তওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

banglainternet.com

খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, 'ইনি সে দূত যাঁকে আল্লাহ মূসা (আ)-র কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।' এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রা) ইন্তিকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে।

ইব্ন শিহাব (রা)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) ওহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ একদা আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, সেই ফিরিশতা, যিনি হেরায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে বললাম, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।' তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" (৭৪ ঃ ১-৪)। এরপর ব্যাপকভাবে পর পর ওহী নাযিল হতে লাগল।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ও আবূ সালেহ্ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইব্ন রাদ্দাদ (র) যুহরী (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মা'মার فؤاده -এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَنَا اُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا وَ قَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَاَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ قَالَ جَمْعَهُ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرَاَهُ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَاَنْصِتْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ تَقْرَاَهُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اِسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَاَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَمَا قَرَاَهُ .

৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী ঃ 'তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা তার সাথে নাড়বেন না' (৭৫ ঃ ১৬)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী নাযিলের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় ঠোঁট

নাড়তেন।' ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, 'আমি তোমাকে দেখানোর জন্য ঠোঁট দুটি নাড়ছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নাড়তেন।' সা'ঈদ (র) (তাঁর শাগরিদদের) বলেন, 'আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে যেভাবে তাঁর ঠোঁট দুটি নাড়তে দেখেছি, সেভাবেই আমার ঠোঁট দুটি নাড়াচ্ছি।' এই বলে তিনি তাঁর ঠোঁট দুটি নাড়লেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা তার সাথে নাড়বেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।" (৭৫ ঃ ১৬-১৮) ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, 'এর অর্থ হলো ঃ আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করানো। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন (৭৫ ঃ ১৯)। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই (৭৫ ঃ ১৯)।' অর্থাৎ আপনি তা পাঠ করবেন, এটাও আমার দায়িত্ব। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জিবরাঈল (আ) আসতেন, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন। জিবরাঈল চলে গেলে তিনি যেমন পড়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও ঠিক তেমনি পড়তেন।

٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ وَ مَعْمَرٌ نَحْوَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ .

৫ আবদান (র).....ও বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।

٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِيْ رَكْبٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَادَّ فِيْهَا اَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَاَتَوْهُ وَهُمْ بِاِيْلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِيْ مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوْمِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ اَيُّكُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا بِهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ اَنَا اَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ ادْنُوْهُ مِنِّيْ وَقَرِّبُوْا اَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوْهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ اِنِّيْ سَائِلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ فَاِنْ كَذَبَنِيْ

banglainternet.com

فَكَذَبْتُهُ فَوَ اللّٰهِ لَوْلاَ الْحَيَاءُ مِنْ اَنْ يَأْثِرُوْا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ اَوَّلَ مَا سَاَلَنِيْ عَنْهُ اَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ اَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ اَيَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ قُلْتُ بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لاَ وَ نَحْنُ مِنْهُ فِيْ مُدَّةٍ لاَ نَدْرِيْ مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيْهَا قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّيْ كَلِمَةٌ اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرُ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَ نَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ اتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتُّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَاَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ اَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْ نَسَبٍ فَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ نَسَبِ قَوْمِهَا وَ سَاَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحَدٌ مِنْكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ اَحَدٌ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِيْ بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَ قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ اَبِيْهِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَ فَقَدْ اَعْرِفُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَ سَاَلْتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ اَنَّ ضُعَفَاءَ هُمْ اتَّبَعُوْهُ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَاَلْتُكَ اَيَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ فَذَكَرْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ اَمْرُ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يَتِمَّ وَ سَاَلْتُكَ اَيَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَ وَ كَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ وَ سَاَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَّ وَ كَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ وَ سَاَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ اَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ يَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَ الصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَاِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّ اَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ اَنِّيْ اَعْلَمُ اَنِّيْ اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرٰى اِلٰى هِرَقْلَ فَقَرَاَهُ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ

banglainternet.com

الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ وَاُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِاَصْحَابِيْ حِيْنَ اُخْرِجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ اِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْاَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا اَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى اَدْخَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ الْاِسْلَامَ ، وَكَانَ ابْنُ النَّاطُوْرِ صَاحِبُ اِيْلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلٰى نَصَارٰى الشَّامِ يُحَدِّثُ اَنَّ هِرَقْلَ حِيْنَ قَدِمَ اِيْلِيَاءَ اَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيْثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهٖ قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُوْرِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُوْمِ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ سَاَلُوْهُ اِنِّيْ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ حِيْنَ نَظَرْتُ فِي النُّجُوْمِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يُخْتَتِنُ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالُوْا لَيْسَ يَخْتَتِنُ اِلاَّ الْيَهُوْدُ فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَاْنُهُمْ وَ اكْتُبْ اِلٰى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوْا مَنْ فِيْهِمْ مِنَ الْيَهُوْدِ فَبَيْنَمَاهُمْ عَلٰى اَمْرِهِمْ اُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ اَرْسَلَ بِهٖ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوْا فَانْظُرُوْا اَمُخْتَتِنٌ هُوَ اَمْ لاَ فَنَظَرُوْا اِلَيْهِ فَحَدَّثُوْهُ اَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَاَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُوْنَ فَقَالَ هِرَقْلُ هٰذَا مُلْكُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ اِلٰى صَاحِبٍ لَهُ بِرُوْمِيَةَ وَكَانَ نَظِيْرَهُ فِي الْعِلْمِ وَ سَارَ هِرَقْلُ اِلٰى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتّٰى اَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهٖ يُوَافِقُ رَاْيَ هِرَقْلَ عَلٰى خُرُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَنَّهُ نَبِيٌّ فَاَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّوْمِ فِيْ دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ اَمَرَ بِاَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الرُّوْمِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاَحِ وَالرُّشْدِ وَاَنْ يَّثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوْا هٰذَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَاصُوْا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ اِلَى الْاَبْوَابِ فَوَجَدُوْهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَلَمَّا رَاٰى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَاَيِسَ مِنَ الْاِيْمَانِ قَالَ رُدُّوْهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ اِنِّيْ قُلْتُ مَقَالَتِيْ اٰنِفًا اَخْتَبِرُبِهَا شِدَّتَكُمْ عَلٰى دِيْنِكُمْ فَقَدْ رَاَيْتُ فَسَجَدُوْا لَهُ وَ رَضُوْا عَنْهُ فَكَانَ ذٰلِكَ اٰخِرَ شَاْنِ هِرَقْلَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

৬ আবুল ইয়ামান হাকাম ইব্‌ন নাফি' (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হরব তাকে বলেছেন, বাদশাহ হিরাকল একবার তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি কুরাইশদের কাফেলায় তখন ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ সুফিয়ান ও

banglainternet.com

কুরাইশদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিবদ্ধ ছিলেন। আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সহ হিরাকলের কাছে এলেন এবং তখন হিরাকল জেরুযালেমে অবস্থান করছিলেন। হিরাকল তাদেরকে তাঁর দরবারে ডাকলেন। তাঁর পাশে তখন রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিল। এরপর তাদের কাছে ডেকে নিলেন এবং দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে ব্যক্তি নিজকে নবী বলে দাবী করে—তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে নিকটাত্মীয় কে' ? আবূ সুফিয়ান বললেন, 'আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর নিকটাত্মীয়।' তিনি বললেন, 'তাঁকে আমার খুব কাছে নিয়ে এস এবং তাঁর সঙ্গীদেরও কাছে এনে পেছনে বসিয়ে দাও।' এরপর তাঁর দোভাষীকে বললেন, 'তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব, সে যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে, তবে সাথে সাথে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রকাশ করবে।' আবূ সুফিয়ান বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম ! তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে-এ লজ্জা যদি আমার না থাকত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।' এরপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেন তা হচ্ছে, 'তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কেমন ?' আমি বললাম, 'তিনি আমাদের মধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত বংশের।' তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এর আগে আর কখনো কি কেউ একথা বলেছে ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোকেরা?' আমি বললাম, 'সাধারণ লোকেরা।' তিনি বললেন, 'তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে ?' আমি বললাম, 'তারা বেড়েই চলেছে।' তিনি বললেন, 'তাঁর দীন গ্রহণ করার পর কেউ কি নারায হয়ে তা পরিত্যাগ করে ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'নবূয়তের দাবীর আগে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন ?' আমি বললাম, 'না। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না, এর মধ্যে তিনি কি করবেন।' আবূ সুফিয়ান বলেন, 'এ কথাটুকু ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে আর কোন কথা সংযোজনের সুযোগই আমি পাইনি।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি তাঁর সাথে কখনো যুদ্ধ করেছ ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে ?' আমি বললাম, 'তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়।' কখনো তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনো আমাদের পক্ষে আসে।' তিনি বললেন, 'তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন?' আমি বললাম, 'তিনি বলেন ঃ তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত মতবাদ ত্যাগ কর। আর তিনি আমাদের সালাত আদায় করার, সত্য কথা বলার, নিষ্কলুষ থাকার এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দেন।' তারপর তিনি দোভাষীকে বললেন, 'তুমি তাকে বল, আমি তোমার কাছে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি তার জওয়াবে উল্লেখ করেছ যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূল-গণকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, এ কথা তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেছে কিনা ? তুমি বলেছ, 'না।' তাই আমি বলছি যে, আগে যদি কেউ এ কথা বলে থাকত, তবে অবশ্যই আমি বলতে পারতাম, এ এমন এক ব্যক্তি, যে তাঁর পূর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন কি না ? তুমি তার

banglainternet.com

জবাবে বলেছ, 'না।' তাই আমি বলছি যে, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোন বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি—এর আগে কখনো তোমরা তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ কিনা ? তুমি বলেছ, 'না।' এতে আমি বুঝলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করবে অথচ আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, শরীফ লোক তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক ? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এরাই হন রাসূলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে ? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর নারায হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করে ? তুমি বলেছ, 'না।' ঈমানের স্নিগ্ধতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে ঈমান এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন কিনা ? তুমি বলেছ, 'না'। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরূপই, চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ও তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মূর্তিপূজা করতে আর তোমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে, সত্য কথা বলতে ও কলুষমুক্ত থাকতে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এ দু'পায়ের নীচের জায়গার মালিক হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভব হবে ; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে হবেন, এ কথা ভাবিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট স্বীকার করতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর দু'খানা পা ধুয়ে দিতাম। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেই পত্রখানি আনতে বললেন, যা তিনি দিহ্‌য়াতুল কালবীর মাধ্যমে বসরার শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাকল-এর প্রতি। —শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সব প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! এস সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত রব রূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম' (৩ ঃ ৬৪)।

আবূ সুফিয়ান বলেন, 'হিরাকল যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে শোরগোল পড়ে গেল, চীৎকার ও হৈ-হল্লা তুঙ্গে উঠল এবং আমাদের বের করে দেওয়া হলো। আমাদের বের করে দিলে আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবূ কাবশার ছেলের বিষয় তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনূ আসফার (রোম)-এর বাদশাহও তাকে ভয় পাচ্ছে ! তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করলেন।

banglainternet.com

ইব্ন নাতূর ছিলেন জেরুযালেমের শাসনকর্তা এবং হিরাকলের বন্ধু ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের পাদ্রী। তিনি বলেন, 'হিরাকল যখন জেরুযালেম আসেন, তখন একদিন তাঁকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তাঁর একজন বিশিষ্ট সহচর বলল, 'আমরা আপনার চেহারা আজ বিবর্ণ দেখতে পাচ্ছি', ইব্ন নাতূর বলেন, হিরাকল ছিলেন জ্যোতিষী, জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের বললেন, 'আজ রাতে আমি তারকারাজির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, খতনাকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান যুগে কোন্ জাতি খতনা করে' ? তারা বলল, 'ইয়াহূদী ছাড়া কেউ খতনা করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার যেন আপনাকে মোটেই চিন্তিত না করে। আপনার রাজ্যের শহরগুলোতে লিখে পাঠান, তারা যেন সেখানকার সকল ইয়াহূদীকে হত্যা করে ফেলে।' তারা যখন এ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন হিরাকলের কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্পর্কে খবর দিচ্ছিল। হিরাকল তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে বললেন, 'তোমরা একে নিয়ে গিয়ে দেখ, তার খতনা হয়েছে কি-না।' তারা তাকে নিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল, তার খতনা হয়েছে। হিরাকল তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জওয়াব দিল, 'তারা খতনা করে।' তারপর হিরাকল তাদের বললেন, 'ইনি [রসূলুল্লাহ্ ﷺ] এ উম্মতের বাদশাহ। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।' এরপর হিরাকল রোমে তাঁর বন্ধুর কাছে লিখলেন। তিনি জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। পরে হিরাকল হিমস চলে গেলেন। হিমসে থাকতেই তাঁর কাছে তাঁর বন্ধুর চিঠি এলো, যা নবী ﷺ-এর আবির্ভাব এবং তিনিই যে প্রকৃত নবী, এ ব্যাপারে হিরাকলের মতকে সমর্থন করছিল। তারপর হিরাকল তাঁর হিমসের প্রাসাদে রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দরজা বন্ধ করা হলো। তারপর তিনি সামনে এসে বললেন, 'হে রোমবাসী ! তোমরা কি কল্যাণ, হিদায়ত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও ? তাহলে এই নবীর বায়'আত গ্রহণ কর।' এ কথা শুনে তারা জংলী গাধার মত ঊর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ অবস্থায় পেল। হিরাকল যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, 'ওদের আমার কাছে ফিরিয়ে আন।' তিনি বললেন, 'আমি একটু আগে যে কথা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দীনের উপর কতটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা করেছিলাম। এখন আমি তা দেখে নিলাম।' একথা শুনে তারা তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলো। এই ছিল হিরাকল-এর শেষ অবস্থা।

আবূ 'আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, সালেহ ইব্ন কায়সান (র), ইউনুস (র) ও মা'মার (র) এ হাদীস যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।

banglainternet.com

كِتَابُ الْإِيْمَانِ

ঈমান অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كِتَابُ الْإِيْمَانِ

ঈমান অধ্যায়

٢. بَابُ : قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ

২. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি

وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَ يَزِيْدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَّ يَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَّ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ قَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّ قَوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا وَالْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ مِنَ الْاِيْمَانِ ، وَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ اِنَّ لِلْاِيْمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُوْدًا وَسُنَنًا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْاِيْمَانَ فَاِنْ اَعِشْ فَسَاُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتّٰى تَعْمَلُوْا بِهَا وَاِنْ اَمُتْ فَمَا اَنَا عَلٰى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيْصٍ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ، وَقَالَ مُعَاذٌ اِجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ الْيَقِيْنُ الْاِيْمَانُ كُلُّهُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ التَّقْوٰى حَتّٰى يَدَعَ مَا حَاكَ فِى الصَّدْرِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا اَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَ اِيَّاهُ دِيْنًا وَّاحِدًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا سَبِيْلًا وَّ سُنَّةً وَ دُعَائُكُمْ اِيْمَانَكُمْ -

banglainternet.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ঃ মৌখিক স্বীকৃতি (ইয়াকীনসহ) এবং কর্মই ঈমান এবং তা বাড়ে ও কমে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান দৃঢ় করে নেয় (৪৮ ঃ ৪)। আমরা তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ ঃ ১৩)। এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের অধিক হিদায়ত দান করেন (১৯ ঃ ৭৬)। এবং যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের হিদায়ত বাড়িয়ে দেন এবং তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দেন (৪৭ ঃ ১৭), যাতে মু'মিনদের ঈমান বেড়ে যায় (৭৪ ঃ ৩১)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বাড়িয়ে দিল ? যারা মু'মিন এ তো তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়। (৯ ঃ ১২৪) এবং তাঁর বাণী, فاخشوهم فزادهم ايمانا "সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর ; আর এটা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল" (৩ ঃ ২৭৩)। وما زادهم الا ايمانا و تسليما "আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বাড়লো।" (৩৩ ঃ ২২)। আর আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা ও আল্লাহ্র জন্য ঘৃণা করা ঈমানের অংশ।

উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) 'আদী ইব্ন 'আদী (র)-র কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'ঈমানের কতকগুলো ফরয, কতকগুলো হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ এবং সুন্নাত রয়েছে। যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে তার ঈমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ঈমান পূর্ণ হয় না। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে অচিরেই এগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করব, যাতে তোমরা তার ওপর 'আমল করতে পার। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের সাহচর্যে থাকার জন্য আমি লালায়িত নই।'

ইবরাহীম ('আ) বলেন, ولكن ليطمئن قلبى 'তবে এ তো কেবল চিত্ত প্রশান্তির জন্য' (২ ঃ ২৬০)। মু'আয (রা) বলেন, "এসো আমাদের সঙ্গে বস, কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি।" ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, 'ইয়াকীন হল পূর্ণ ঈমান।' ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, 'বান্দা প্রকৃত তাকওয়ায় পৌছতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে, মনে যে বিষয়ে খটকা জাগে, তা ত্যাগ না করে।' মুজাহিদ (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি আপনাকে এবং নূহকে একই দীনের নির্দেশ দিয়েছি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, شرعة و منهاجا অর্থাৎ পথ ও পন্থা—এবং তোমাদের দু'আ অর্থাৎ তোমাদের ঈমান।

٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ، وَالْحَجِّ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ .

৭ 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (রা).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১. আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযান-এর সিয়াম পালন করা।

banglainternet.com

٣. بَابٌ أُمُوْرُ الْإِيْمَانِ

وَ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ النَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَ الْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّائِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ . وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ . وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ . اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ . قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الاية .

৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের বিষয়সমূহ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু কল্যাণ আছে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনলে, আখিরাত, ফিরিশতা-গণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্র মুহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্য-প্রার্থীদের এবং দাসত্ব মোচনের জন্য সম্পদ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থসংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করলে। তারাই সত্যপরায়ণ ও তারাই মুত্তাকী।' (২ ঃ ১৭৭)

قد افلح .. خاشعون "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে"... (২৩ ঃ ১-২)

٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَ سِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ .

৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ জু'ফী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, ঈমানের শাখা রয়েছে ষাটের কিছু বেশী। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

٤. بَابُ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

৪. পরিচ্ছেদ ঃ প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে

٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ وَاِسْمٰعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৯ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে। আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবূ মু'আবিয়া (র) বলেছেন, আমার কাছে দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ (র) 'আমির (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি এবং আবদুল আ'লা (র) দাউদ (র) থেকে, দাউদ (র) আমির (র) থেকে, আমির (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে, হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥. بَابٌ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ

৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম

١٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ الْقُرَشِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَ يَدِهٖ .

১০ সা'ঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল উমাবী আল কুরাশী (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

٦. بَابٌ اِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْاِسْلَامِ

৬. পরিচ্ছেদ ঃ খাবার খাওয়ানো ইসলামী গুণ

١١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ .

banglainternet.com

১১ আমর ইব্‌ন খালিদ (র)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

-কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাবার খাওয়াবে ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করবে।

٧. بَابُ مِنَ الْاِيْمَانِ اَنْ يُّحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

৭. পরিচ্ছেদ ঃ নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ঈমানের অংশ

١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ·

১২ মুসাদ্দাদ (র) ও হুসাইন আল মু'আল্লিম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ করবে, যা নিজের জন্য পসন্দ করে।

٨. بَابُ حُبُّ الرَّسُوْلِ ﷺ مِنَ الْاِيْمَانِ

৮. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ভালবাসা ঈমানের অংশ

١٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَ وَلَدِهِ ·

১৩ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।

١٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ·

১৪. ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম ও আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।

٩. بَابُ حَلَاوَةِ الْاِيْمَانِ

৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের স্বাদ

banglainternet.com

١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لاَيُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَن يُّقْذَفَ فِى النَّارِ ۔

১৫ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায় ঃ ১। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া; ২। কাউকে খালিস আল্লাহ্র জন্যই মুহব্বত করা; ৩। কুফ্রীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপসন্দ করা।

١٠. بَابٌ عَلاَمَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ

১০. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারকে ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ

١٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ –

১৬ আবুল ওয়ালীদ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ ঈমানের চিহ্ন হ'ল আনসারকে ভালবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হল আনসারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

١١. بَابٌ

১১. পরিচ্ছেদ

١٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لاَّتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَتَسْرِقُوْا وَلاَتَزْنُوْا وَلاَتَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَتَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَتَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ ۔

১৭ আবুল ইয়ামান (র)..... 'আয়িযুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল 'আকাবার একজন নকীব 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পার্শ্বে একজন সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্র সঙ্গে কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে

banglainternet.com

মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং নেক কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্‌র কাছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্‌ফারা। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মাফ করে দেবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন। আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।

١٢. بَابٌ مِّنَ الدِّيْنِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

১২. পরিচ্ছেদ ঃ ফিতনা থেকে পলায়ন দীনের অংশ

١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ ـ

১৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র).....আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সেদিন দূরে নয়, যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা থেকে সে তার দীন নিয়ে পালিয়ে যাবে।

١٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَاَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ـ

১৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ —এর বাণী, 'আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। আর মারেফাত (আল্লাহর পরিচয়) অন্তরের কাজ

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

"কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।" (২ ঃ ২২৫)

١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَهُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُوْنَ قَالُوْا اِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتّٰى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِىْ وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا ـ

১৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের যখন কোন 'আমলের নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁরা যতটুকুর সামর্থ্য রাখতেন, ততটুকুরই নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং

পরবর্তী সকল ত্রুটি মা'ফ করে দিয়েছেন।' একথা শুনে তিনি রাগ করলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের চাইতে আল্লাহ্‌কে আমিই বেশী ভয় করি ও বেশী জানি।

١٤. بَابٌ مَنْ كَرِهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ مِنَ الْاِيْمَانِ –

১৪. পরিচ্ছেদ ঃ কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় অপসন্দ করা ঈমানের অংগ

٢٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَا هُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَايُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ – وَمَنْ يُكْرَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ ·

২০ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়—(১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় ; (২) যে একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য কোন বান্দাকে মুহব্বত করে এবং (৩) আল্লাহ্ তা'আলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর-এ ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপসন্দ করে।

١٥. بَابٌ تَفَاضُلُ اَهْلِ الْاِيْمَانِ فِى الْاَعْمَالِ

১৫. পরিচ্ছেদ ঃ আমলের দিক থেকে ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ

٢١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوْا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهَرِ الْحَيَا اَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ جَانِبِ السَّيْلِ اَلَمْ تَرَ اَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً قَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِّنْ خَيْرٍ –

২১ ইসমা'ঈল (র).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবেন। পরে আল্লাহ্ তা'আলা (ফিরিশতাদের) বলবেন, যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আস। তারপর তাদের দোযখ থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (র) শব্দ দু'টির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন] নদীতে ফেলা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো

কেমন হলুদ রঙের হয় ও ঘন হয়ে গজায়? উহাইব (র) বলেন, 'আমর (র) আমাদের কাছে حيا এর স্থলে حياة এবং خردل من خير এর স্থলে خردل من ايمان বর্ণনা করেছেন।

٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِىَّ وَمِنْهَا مَادُوْنَ ذٰلِكَ وَ عُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الدِّيْنَ .

২২ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র).....আবূ উমামা ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে হাযির করা হচ্ছে। আর তাদের পরণে রয়েছে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নীচ পর্যন্ত। আর উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে আমার সামনে হাযির করা হল এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর জামা (এত লম্বা যে) টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এর কী তা'বীর করেছেন? তিনি বললেন ঃ (এ জামা মানে) দীন।

١٦. بَابُ الْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ -

১৬. পরিচ্ছেদ ঃ লজ্জা ঈমানের অংগ

٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ .

২৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের জন্য নসীহত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অংগ।

١٧. بَابُ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ -

১৭. পরিচ্ছেদ ঃ যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। (৯ ঃ ৫)

banglainternet.com

٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَوْحٍ الْحَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلاَمِ وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

২৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ও মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র ওপর ন্যস্ত।

١٨ . بَابٌ مَنْ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ –

لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَقَالَ عِدَّةٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ عَنْ قَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَقَالَ تَعَالٰى لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ –

১৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে বলে 'ঈমান আমলেরই নাম'

আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ –

এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ ।(৪৩ ঃ ৭২)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ –

সুতরাং কসম আপনার রবের ।আমি তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই সে বিষয়ে, যা তারা করে (১৫ ঃ ৯০) ।আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে আলিমদের এক দল বলেন, لا اله الا الله —এর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ – لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ

এরূপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা । (৩৭ ঃ ৬১)

২৫ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَ مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ ،

banglainternet.com

قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ٠

২৫ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস ও মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ আমলটি উত্তম ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা।' প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোন্‌টি ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোনটি ?' তিনি বললেন ঃ 'মকবূল হজ্জ।'

١٩. بَابٌ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْاِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَكَانَ عَلَى الْاِسْتِسْلَامِ اَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا فَاِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ فَهُوَ عَلٰى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ - الاٰية

১৯. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণ যদি খাঁটি না হয় বরং বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বা হত্যার ভয়ে হয়, তবে তার ইসলাম গ্রহণ মহান আল্লাহর এ বাণী অনুযায়ী হবে ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا -

"আরব মরুবাসিগণ বলে, আমরা ঈমান আনলাম; আপনি বলে দিন, "তোমরা ঈমান আন নি; বরং তোমরা বল, 'আমরা বাহ্যত মুসলিম হয়েছি।' (৪৯ ঃ ১৪)

আর ইসলাম গ্রহণ খাঁটি হলে তা হবে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী অনুযায়ী ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

"নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন।" (৩ ঃ ১৯)

٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى رَهْطًا وَّ سَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا هُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَىَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ اَوْمُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُّ لِمَقَالَتِىْ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ اَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُّ لِمَقَالَتِىْ وَ عَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَاسَعْدُ اِنِّىْ لَاُعْطِىَ الرَّجُلَ وَ غَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُّكَبَّهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ وَرَوَاهُ يُوْنُسُ وَ صَالِحٌ وَ مَعْمَرٌ وَ ابْنُ اَخِى الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٠

২৬ আবুল ইয়ামান (র)...সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ (রা) সেখানে বসে ছিলেন। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না।

সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় ছিল। তাই আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহ্র কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ (মু'মিন) না মুসলিম? তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অমুককে দানের ব্যাপারে বিরত রইলেন? আল্লাহ্র কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ 'না মুসলিম ?' তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবারও সেই জবাব দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'সা'দ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক আমার কাছে তার চাইতে বেশী প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে), আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে ফেলে দেবেন।

এ হাদীস ইউনুস, সালিহ, মা'মার এবং যুহরী (র)-এর ভাতিজা যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٠. بَابُ اِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الْاِسْلَامِ -

وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْاِيْمَانَ اَلْاِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ ، وَالْاِنْفَاقُ مِنَ الْاِقْتَارِ -

২০. পরিচ্ছেদ ঃ সালামের প্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত

আম্মার (রা) বলেন, 'তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে, সে (পূর্ণ) ঈমান লাভ করে ঃ (১) নিজ থেকে ইনসাফ করা, (২) বিশ্বে সালামের প্রচলন, এবং (৩) অভাবগ্রস্ত অবস্থায়ও দান করা

٢٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَاُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

২৭ কুতায়বা (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলামের কোন্ কাজ সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন ঃ তুমি লোকদের আহার করাবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করবে।

٢١. بَابُ كُفْرَانُ الْعَشِيْرِ وَكُفْرٍ دُوْنَ كُفْرٍ فِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

২১. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। আর এক কুফ্র অন্য কুফ্র থেকে ছোট। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে

٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُرِيْتُ النَّارَ فَاِذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيْلَ اَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ

banglainternet.com

لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারা কি আল্লাহ্র সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন ঃ 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অস্বীকার করে।' তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, 'আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাইনি।'

٢٢. بَابُ الْمَعَاصِيْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ –

وَلَايُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِاِرْتِكَابِهَا اِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ . وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ –

২২. পরিচ্ছেদ ঃ পাপ কাজ জাহিলী যুগের স্বভাব

আর শির্ক ব্যতীত অন্য কোন পাপে লিপ্ত হওয়াতে ঐ পাপীকে কাফির বলা যাবে না। যেহেতু নবী করীম ﷺ [আবূ যর (রা)-কে লক্ষ্য করে] বলেছেন ঃ তুমি এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। আর আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ –

"আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না।এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (৪ ঃ ৪৮)

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا –

"মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে।" (৪৯ ঃ ৯)। (সংঘর্ষের পাপে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও) তাদের তিনি মু'মিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَ يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِاَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ اَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ .

২৯ 'আবদুর রহমান ইব্নুল মুবারক (র).....আহনাফ ইব্ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) এ ব্যক্তিকে [আলী (রা)-কে] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবূ বাক্রা (রা)-এর সাথে

banglainternet.com

আমার সাক্ষাত হলে তিনি বললেন ঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন ঃ 'ফিরে যাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।' আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।'

٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ لَقِيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنِّيْ سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ .

৩০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....মা'রূর (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি একবার রাবাযা নামক স্থানে আবূ যর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁর চাকরের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাঁকে এর (সমতার) কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ 'আবূ যর! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে এখনো জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকে তা-ই পরায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য খুব বেশী কষ্টকর। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে।

٢٣. بَابُ ظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ

২৩. পরিচ্ছেদ ঃ যুলুমের প্রকারভেদ

٣١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

৩১ আবুল ওয়ালীদ এবং বিশ্র (র).....আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ—

banglainternet.com

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি" (৬ ঃ ৮২) এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবিগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুলুম করে নি?' তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

"নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম ।" (৩১ ঃ ১৩)

٢٤. بَابُ عَلاَمَةُ الْمُنَافِقِ -

২৪. পরিচ্ছেদ ঃ মুনাফিকের আলামত

٣٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ اَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .

৩২ সুলায়মান আবুর রাবী' (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ মুনাফিকের আলামত তিনটি ঃ ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ; ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ; এবং ৩. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।

٣٣ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ -

৩৩ কাবীসা ইব্ন 'উকবা (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে ; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. চুক্তি করলে ভঙ্গ করে ; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালি দেয়। শু'বা আ'মাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٥. بَابُ قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْاِيْمَانِ -

২৫. পরিচ্ছেদ ঃ লায়লাতুল কদ্‌রে ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

banglainternet.com

٣٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ۔

৩৪ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদর-এ ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করবে, তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।

٢٦. بَابٌ اَلْجِهَادُ مِنَ الْاِيْمَانِ –

২৬. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

٣٥ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنْتَدَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهٖ لَايُخْرِجُهُ اِلَّا اِيْمَانٌ بِيْ وَ تَصْدِيْقٌ بِرُسُلِيْ اَنْ اَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ اَوْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ اَنِّيْ اُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ۔

৩৫ হারমীয়া ইব্ন হাফ্স (র).....আবূ যুর'আ ইব্ন 'আমর ইব্ন জারীর (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহ্র উপর ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনব তার সওয়াব বা গনীমত (ও সওয়ার) সহ কিংবা তাকে জান্নাতে দাখিল করব।

আর আমার উম্মতের উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম তবে কোন সেনাদলের সাথে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা পসন্দ করি যে, আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

٢٧. بَابٌ تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْاِيْمَانِ –

২৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের রাতে নফল ইবাদত ঈমানের অংগ

٣٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ۔

৩৬ ইসমা'ঈল (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়।

banglainternet.com

٢٨. بَابٌ صَوْمُ رَمَضَانَ اِحْتِسَابًا مِنَ الْاِيْمَانِ -

২৮. পরিচ্ছেদ ঃ সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন ঈমানের অংগ

٣٧ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩৭ ইব্ন সালাম (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়।

٢٩. بَابٌ الدِّيْنُ يُسْرٌ -

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللّٰهِ الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ -

২৯. পরিচ্ছেদ ঃ দীন সহজ

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট সবচাইতে পসন্দনীয় হল দীন—ই হানীফিয়্যা যা সহজ সরল

٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهِّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ .

৩৮ আবদুস সালাম ইব্ন মুতাহ্হার (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়ই দীন সহজ-সরল। দীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাক, আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।

٣٠. بَابٌ الصَّلاَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ -

وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ يَعْنِيْ صَلاَتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

৩০. পরিচ্ছেদ ঃ সালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

আর আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ আল্লাহ এরূপ নন যে তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করবেন। (২ ঃ ১৪৩) অর্থাৎ বায়তুল্লার নিকট (বায়তুল মুকাদ্দসমুখী হয়ে) আদায় করা তোমাদের সালাতকে তিনি নষ্ট করবেন না।

banglainternet.com

٣٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُوْنَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوْا كَمَاهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُوْدُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّيْ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوْا ذٰلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِيْ حَدِيْثِهِ هٰذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوْا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُوْلُ فِيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ .

৩৯ 'আমর ইব্ন খালিদ (র).....বারা (ইব্ন 'আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদীনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম আনসারদের মধ্যে তাঁর নানাদের গোত্র [আবূ ইসহাক (র) বলেন] বা মামাদের গোত্রে এসে ওঠেন। তিনি ষোল-সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেন। কিন্তু তাঁর পসন্দ ছিল যে, তাঁর কিবলা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে হোক। আর তিনি (বায়তুল্লাহ্‌র দিকে) প্রথম যে সালাত আদায় করেন, তা ছিল আসরের সালাত এবং তাঁর সঙ্গে একদল লোক উক্ত সালাত আদায় করেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা সালাত আদায় করেছিলেন তাঁদের একজন লোক বের হয়ে এক মসজিদে মুসল্লীদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা তখন রুকূ'র অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ "আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, এইমাত্র আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সঙ্গে মক্কার দিকে ফিরে সালাত আদায় করে এসেছি। তখন তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায়ই বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ঘুরে গেলেন। রাসূলে করীম ﷺ যখন বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে সালাত আদায় করতেন তখন ইয়াহূদীদের ও আহলি-কিতাবদের কাছে এটা খুব ভাল লাগত ; কিন্তু তিনি যখন বায়তুল্লাহ্‌র দিকে (সালাতের জন্য) তাঁর মুখ ফিরালেন তখন তারা এর প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হল।

যুহায়র (র) বলেন, আবূ ইসহাক (র) বারা' (রা) থেকে আমার কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এ কথাও রয়েছে যে, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বেশ কিছু লোক ইন্তিকাল করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে আমরা কি বলব, বুঝতে পারছিলাম না, তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ .

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সালাতকে (যা বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে আদায় করা হয়েছিল) বিনষ্ট করবেন না।

banglainternet.com

٣١. بَابٌ: حُسْنُ اِسْلَامِ الْمَرْءِ

قَالَ مَالِكٌ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا -

৩১. পরিচ্ছেদ ঃ উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ

মালিক (র).....আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম উত্তম হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার আগের সব গুনাহ্ মাফ করে দেন। এরপর শুরু হয় প্রতিদান; একটি সৎ কাজের বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত; আর একটি মন্দ কাজের বিনিময়ে ঠিক ততটুকু মন্দ প্রতিফল। অবশ্য আল্লাহ্ যদি মাফ করে দেন তবে ভিন্ন কথা।

٤٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا .

৪০ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর কায়েম থাকে তখন সে যে নেক আমল করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (সওয়াব) লেখা হয়। আর সে যে মন্দ কাজ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই মন্দ লেখা হয়।

٣٢. بَابٌ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَدْوَمُهُ -

৩২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল সেটাই যা নিয়মিত করা হয়

٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَاَةٌ قَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَ اللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

৪১ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একবার তাঁর কাছে আসেন, তাঁর নিকট তখন এক মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ইনি কে?' আয়িশা (রা) উত্তর দিলেন, অমুক মহিলা, এ বলে তিনি তাঁর সালাতের উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ 'থাম,

banglainternet.com

তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখ, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা ক্লান্ত হয়ে পড়। আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল তা-ই, যা আমলকারী নিয়মিত করে থাকে।

٣٣. بَابٌ زِيَادَةُ الْإِيْمَانِ وَنُقْصَانِهِ -

وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَزِدْنٰهُمْ هُدًى- وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَقَالَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ فَاِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ .

৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের বাড়া–কমা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ ঃ ১৩) যাতে মু'মিনদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। (৭৪ ঃ ৩১) তিনি আরও ইরশাদ করেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করে দিলাম। (৫ঃ ৩) পূর্ণ জিনিস থেকে কিছু বাদ দেওয়া হলে তা অসম্পূর্ণ হয়।

٤٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهٖ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهٖ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهٖ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اِيْمَانٍ مَكَانَ مِنْ خَيْرٍ .

৪২ মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও নেকী থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, আবান (র).....কাতাদা (র).....আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নেকী (خَيْر)-এর স্থলে 'ঈমান' শব্দটি রিওয়ায়ত করেছেন।

٤٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْعُمَيْسِ اَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُوْدِ قَالَ لَهٗ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰيَةٌ فِيْ كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ اَيُّ اٰيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

banglainternet.com

وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا . قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِيْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ .

৪৩ হাসান ইবনুস সাব্বাহ্ (র).....'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ইয়াহূদী তাঁকে বলল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহূদী জাতির উপর নাযিল হত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত? সে বলল ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (৫ ঃ ৩)

'উমর (রা) বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নবী করীম ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছিল তা আমরা জানি; তিনি সেদিন 'আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুম'আর দিন।

٣٤. بَابُ الزَّكَاةُ مِنَ الْاِسْلَامِ

وَقَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ .

৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ইসলামের অঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে, যাকাত দিতে। আর এ—ই সঠিক দীন।" (৯৮ ঃ ৫)

٤٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمِّ اَبِيْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَ ذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ

banglainternet.com

৪৪ ইসমা'ঈল (র).....তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজ্দবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত'। সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো সালাত আছে?' তিনি বললেন ঃ 'না, তবে নফল আদায় করতে পার।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ 'আর রমযানের সিয়াম।' সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো সওম আছে?' তিনি বললেন ঃ 'না, তবে নফল আদায় করতে পার।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, 'আমার ওপর এ ছাড়া আরো দেয় আছে?' তিনি বললেন ঃ 'না; তবে নফল হিসেবে দিতে পার।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'সে ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন; 'আল্লাহ্র কসম! আমি এর চেয়ে বেশীও করব না এবং কমও করব না।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ 'সে সফলকাম হবে যদি সত্য বলে থাকে।'

٣٥. بَابٌ اِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْاِيْمَانِ

৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার অনুগমন ঈমানের অঙ্গ

٤٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪৫ আহমদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আলী আল-মানজূফী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার সালাত-ই-জানাযা আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উহুদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হওয়ার আগেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে।

'উসমান আল-মুয়ায্যিন (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦. بَابٌ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ مِنْ اَنْ يُّحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ –

وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِيْ عَلٰى عَمَلِيْ اِلَّا خَشِيْتُ اَنْ اَكُوْنَ مُكَذِّبًا وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَدْرَكْتُ ثَلَاثِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلٰى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ اَحَدٌ يَقُوْلُ اِنَّهُ عَلٰى اِيْمَانِ جِبْرِيْلَ

banglainternet.com

وَمِيْكَائِيْلَ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ اَمِنَهُ اِلاَّ مُنَافِقٌ وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الْاِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –

৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ অজ্ঞাতসারে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা

ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন ঃ আমার আমলের সাথে যখন আমার কথা তুলনা করি, তখন আশঙ্কা হয়, আমি না মিথ্যাবাদী হই। ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ—এর এমন ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, যাঁরা সবাই নিজেদের সম্পর্কে নিফাকের ভয় করতেন। তাঁরা কেউ এ কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরীল (আ) ও মীকাঈল (আ)—এর তুল্য ঈমানের অধিকারী। হাসান (বসরী) (র) থেকে বর্ণিত, নিফাকের ভয় মু'মিনই করে থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিত থাকে। তওবা না করে পরস্পর লড়াই করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ·

"এবং তারা (মুত্তাকীরা) যা করে ফেলে, জেনে শুনে তার (গুনাহ্র) পুনরাবৃত্তি করে না।" (৩ ঃ ১৩৫)

٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ·

৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন 'আর'আরা (র).....যুবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ ওয়াইল (র)-কে মুরজিআ[১] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস'উদ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحٰى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ اِنِّىْ خَرَجْتُ لِاُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاِنَّهُ تَلاَحٰى فُلاَنٌ وَّ فُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا لَّكُمْ اِلْتَمِسُوْهَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ ·

৪৭ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র).....'উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লায়লাতুল কদ্র সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলমান পরস্পর বিবাদ করছিল। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের লায়লাতুল কদ্র সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম; কিন্তু তখন অমুক অমুক বিবাদে লিপ্ত থাকায় তা (নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর হয়তো বা এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা তা অনুসন্ধান কর ২৭, ২৯ ও ২৫তম রাতে।

banglainternet.com

১. একটি বাতিল ফিরকা, যাদের মত হল, ভাল হোক বা মন্দ কোন আমলের মূল্য নেই এবং ঈমান আনার পর কোন গুনাহ ক্ষতিকর নয়।

٣٧. بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيْلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْإِيْمَانِ ، وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ – وَبَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ فَجَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ دِيْنًا وَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ .

৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ জিবরীল (আ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন

জিবরীল (আ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন আর তাঁকে দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর উত্তর। তারপর তিনি বললেন ঃ জিবরীল (আ) তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। তিনি এসব বিষয়কে দীন বলে আখ্যায়িত করেছেন।ঈমান সম্পর্কে আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিবরণ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ .

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না। (৩ ঃ ৮৫)

٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ الْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ ، قَالَ مَا الْاِسْلَامُ ، قَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ، قَالَ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ مَتَى السَّاعَةُ ، قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا وَاِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْاِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِيْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ، ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اٰلْاٰيَةَ ، ثُمَّ اَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ جَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْاِيْمَانِ .

৪৮ মুসাদ্দাদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ জনসমক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'ঈমান কি?' তিনি বললেন ঃ 'ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইসলাম কি?' তিনি বললেন ঃ 'ইসলাম হল, আপনি আল্লাহ্র ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে

শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমযান-এর সাওম পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইহসান কি?' তিনি বললেন ঃ 'আপনি এমনভাবে আল্লাহ্র 'ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে,) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি ঃ বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের বিষয়) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।' এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ .....اَلْاٰيَةَ

'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই নিকট.....।' (৩১ ঃ ৩৪)

এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জীবরীল (আ)। লোকদেরকে তাদের দীন শেখাতে এসেছিলেন।'

আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

٣٨. بَابٌ

৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ

٤٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهٗ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهٗ سَاَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهٖ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهٗ الْقُلُوْبَ لاَ يَسْخَطُهٗ اَحَدٌ .

৪৯ ইবরাহীম ইব্ন হামযা (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্ল তাঁকে বলেছিল, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা (ঈমানদারগণ) সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি উত্তর দিয়েছিলে, তারা সংখ্যায় বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ব্যাপার এরূপই থাকে যতক্ষণ না তা পূর্ণতা লাভ করে। আর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, কেউ তাঁর দীন গ্রহণ করার পর তা অপসন্দ করে মুরতাদ হয়ে যায় কি-না? তুমি জবাব দিয়েছ, না।' প্রকৃত ঈমান এরূপই, ঈমানের স্বাদ অন্তরের সাথে মিশে গেলে কেউ তা অপসন্দ করে না।

٣٩. بَابٌ فَضْلُ مَنِ اسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهٖ

৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ দীন রক্ষাকারীর ফযীলত

banglainternet.com

٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلاَ اِنَّ حِمَى اللّٰهِ فِيْ اَرْضِهِ مَحَارِمُهُ اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ .

৫০ আবূ নু'আয়ম (র).....নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, 'হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয় – যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্‌র সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্‌রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল কলব।

٤٠. بَابُ اَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الْاِيْمَانِ –

৪০. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের পঞ্চমাংশ প্রদান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

٥١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِىْ عَلٰى سَرِيْرِهِ فَقَالَ اَقِمْ عِنْدِىْ حَتّٰى اَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِّنْ مَالِىْ فَاَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ اَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامٰى ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَ نَسْتَطِيْعُ اَنْ نَاْتِيَكَ اِلاَّ فِىْ شَهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَسَاَلُوْهُ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ، اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ ، قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ ، عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ ، وَقَالَ

banglainternet.com

احْفَظُوْهُنَّ وَاَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ .

৫১ আলী ইব্নুল জা'দ (র).....আবূ জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-র সঙ্গে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। একবার তিনি বললেন ঃ তুমি আমার কাছে থেকে যাও, আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে কিছু অংশ দেব। আমি দু' মাস তাঁর সঙ্গে অবস্থান করলাম। তারপর একদিন তিনি বললেন, আবদুল কায়স-এর একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কোন্ কওমের? অথবা বললেন, কোন্ প্রতিনিধিদলের ? তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রের।' তিনি বললেন ঃ মারহাবা সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নিষিদ্ধ মাসসমূহ ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। (কারণ) আমাদের এবং আপনার মাঝখানে মুযার গোত্রীয় কাফিরদের বাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট হুকুম দিন, যাতে আমরা যাদের পিছনে রেখে এসেছি তাদের জানিয়ে দিতে পারি এবং যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানীয় সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি তাদের চারটি জিনিসের নির্দেশ এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার আদেশ দিয়ে বললেন ঃ 'এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা কিভাবে হয় তা কি তোমরা জান ?' তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন ঃ 'তা হল এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের সিয়াম পালন করা; আর তোমরা গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবে। তিনি তাদেরকে চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তা হলো ঃ সবুজ কলসী, শুকনো লাউয়ের খোল, খেজুর গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরীকৃত পাত্র এবং আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র।[১] রাবী বলেন, বর্ণনাকারী (مـزفت -এর স্থলে) কখনও المقير উল্লেখ করেছেন (উভয় শব্দের অর্থ একই)। তিনি আরো বলেন, তোমরা এগুলো ভালো করে আয়ত্ত করে নাও এবং অন্যদেরও এগুলি জানিয়ে দিও।

٤١. بَابٌ مَا جَاءَ اَنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ -

وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَدَخَلَ فِيْهِ الْاِيْمَانُ وَالْوُضُوْءُ وَالصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْاَحْكَامُ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهِ - عَلٰى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى اَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ .

৪১. পরিচ্ছেদ ঃ আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী

banglainternet.com

১. এ পাত্রগুলিতে সে সময় মদ প্রস্তুত করা হত।

প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব ঈমান, উযূ, সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওম এবং অন্যান্য আহ্কাম সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ .

বলুন প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে।(১৭ ঃ ৮৪)

شَاكِلَتِهٖ অর্থাৎ নিয়ত অনুযায়ী। মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যা খরচ করে, তা সদকা। নবী ﷺ বলেন, (এখন মক্কা থেকে হিজরত নেই) তবে কেবল জিহাদ ও নিয়ত বাকী আছে।

٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .

৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হয় দুনিয়া হাসিলের জন্য বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

٥٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهٗ صَدَقَةٌ .

৫৩ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র).....আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যখন খরচ করে তখন তা হয় তার সদকা স্বরূপ।

٥٤ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّهٗ اَخْبَرَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فَمِ امْرَاَتِكَ .

৫৪ হাকাম ইব্ন নাফি' (র).....সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ 'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেওয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।'

banglainternet.com

٤٢. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ .

৪২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর বাণীঃ 'দীন হল কল্যাণ কামনা করা আল্লাহ্‌র রেজামন্দীর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ .

'যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। (৯ ঃ ৯১)

٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৫৫ মুসাদ্দাদ (র).....জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি সালাত কায়েম করার, যাকাত দেওয়ার এবং সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার।

٥٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاِتْقَاءِ اللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ حَتّٰى يَاْتِيَكُمْ اَمِيْرٌ فَاِنَّمَا يَاْتِيْكُمُ الْاٰنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَعْفُوْا لِاَمِيْرِكُمْ فَاِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ اُبَايِعُكَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلٰى هٰذَا وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ اِنِّيْ لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَ نَزَلَ .

৫৬ আবূ নু'মান (র).....যিয়াদ ইব্‌ন 'ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)[১] যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন আমি জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি (মিম্বরে) দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা ভয় কর এক আল্লাহ্‌কে যাঁর কোন শরীক নাই, এবং নতুন কোন আমীর না আসা পর্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখ, অনতিবিলম্বে তোমাদের আমীর আসবেন। এরপর জারীর (রা) বললেন, তোমাদের আমীরের জন্য মাগফিরাত কামনা কর, কেননা তিনি ক্ষমা করা

banglainternet.com

১. বিখ্যাত সাহাবী। তিনি কূফার আমীর ছিলেন।

ভালবাসতেন। তারপর বললেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করতে চাই। তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার উপর শর্ত আরোপ করলেন ঃ আর সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবে। তারপর আমি তাঁর কাছে এ শর্তের উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম। এ মসজিদের রবের কসম! আমি তোমাদের কল্যাণকামী। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করলেন এবং (মিম্বর থেকে) নেমে গেলেন।

for more visit www.banglainternet.com